বিআইডিএসের সেমিনারে বক্তারা

দেশে মঙ্গা শেষ হয়নি তীব্রতা কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে এখন অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো মৌসুমি দারিদ্র্য নিরসন। ভূমিহীন ও প্রান্তিক মানুষের প্রায় ২৫ শতাংশই ঠিকমতো খেতে পায় না। বাংলাদেশ থেকে মঙ্গা এখনো দূর হয়নি, তবে তীব্রতা কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত 'ইনোভেশন টু অ্যাড্রেস সিজনাল পভার্টি' শীর্ষক সেমিনারে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আহমেদ মুশফিক মোবারক। প্রাথমিকভাবে আগস্ট ২০১৫ থেকে জুলাই ২০১৬ মেয়াদে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরে ২০১৮ ও ২০২০ সালেও একই তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

'সিজনাল পভার্টি, ক্রেডিট অ্যান্ড রেমিট্যান্স' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অধ্যাপক ড. আহমেদ মুশফিক মোবারক বলেন, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এমন দারিদ্র্যের শিকার হয় ভূমিহীন ও অতিদরিদ্র মানুষ। তবে আগের তুলনায় এ হার এখন কমে এসেছে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে এ মৌসুমি দারিদ্র্য বিরাজ করে। গবেষণায় অংশ নেয়া মানুষের মধ্যে ২৫ শতাংশ বলেছে, এ সময়ে তারা ঠিকমতো খেতে পায় না অথবা তিন বেলা খেতে পেলেও তার পরিমাণ কম থাকে। পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবারও খেতে পায় না। ফলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। এ মানুষগুলো বছরের নির্দিষ্ট এ সময়টায় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায়ও ভোগে। তবে এ অবস্থা শুধু বাংলাদেশেই নয়, একই চিত্র ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, গাম্বিয়াসহ অনেক দেশের।

তিনি আরো বলেন, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলায় ২০০৭ সালে যেমন মৌসুমি দারিদ্র্য ছিল, ২০২০ সালেও একই আছে। ভূমিহীনদের মধ্যে ২৫ শতাংশ নিয়মিতভাবে খেতে পায় না। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ বলেছে, তারা অনেক সময়ই ঠিকমতো খেতে পায় না। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এ তিন মাস কোনো কাজ থাকে না, ফসল উৎপাদন করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কাজ না থাকলে মজুরিও কমে যায়। তাদের নিয়মিত কাজ থাকে না, ফলে মৌসুমি দরিদ্র হয়ে যায়।

অধ্যাপক মোবারক বলেন, অতিদরিদ্রদের এ সময়ে অভিবাসন একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু তারা অভিবাসন হতে পারে না, কারণ তাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা থাকে না। যদি মৌসুমি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে ৭ হাজার টাকা দেয়া হয় তবে তারা এ টাকা থেকে ২৬ হাজার টাকা আয় করে ঘরে ফিরতে পারে।

মৌসুমি দারিদ্র্য কেন হচ্ছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগস্টে গ্রামে সাধারণত ধান রোপণসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় ফলে মানুষের হাতে কাজ থাকে। কিন্তু সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ধান বড় হওয়ার সময়টায় খুব বেশি কাজ থাকে না। তখন শ্রমিকের চাহিদা কম থাকায় মজুরিও কমে যায়। আবার ডিসেম্বরে যখন ধান কাটা শুরু হয় তখন কাজ পান সাধারণ শ্রমিকরা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে স্থানীয় অভিবাসনের বিকল্প নেই।

ড. বিনায়ক সেন বলেন, মৌসুমি দারিদ্র্য নিরসনে স্থানান্তর প্রক্রিয়া গ্রাম থেকে গ্রামে হতে পারে। অর্থাৎ এক গ্রামে কাজ না থাকলে মানুষ আরেক গ্রামে যেতে পারে। আবার শহর থেকে শহরে কিংবা গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর হতে পারে। অতিদরিদ্র, ভূমিহীন এবং দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণগ্রস্ত মানুষই সাধারণত স্থানান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় সরকার যদি প্রণোদনা দেয় তাহলে অনেক ভালো ফল বয়ে আনতে পারে।